ইনকিলাব

তারিখ 13 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলার দায় সরকারকেই নিতে হবে ফখরুল

তাদের অপশাসনের কথা দেশের জনগণকে বলুন

□ স্টাফ রিপোর্টার

বুয়েটসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার দায় সরকারকেই নিতে হবে বলে দাবি করেছে বিএনপি। দলটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সরকারের লাগামহীন দলীয়করণের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) শহীদ পৃ: ১৫ ক: ৪

শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলার দায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা জানানোর পর তিনি এ সব কথা বলেন। এর আগে সকালে দলের রাজনৈতিক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বর্তমানে আমরা আধিপত্যবাদের চাপের মধ্যে আছি। দেশের পোশাক শিল্প, বস্ত্র শিল্প, হাঁস-মুরগির শিল্পকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। পোল্ট্রি খামার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ডিম ভারত থেকে আমদানি হচ্ছে। এভাবে সরকার দেশের অর্থনীতিকে পরনির্ভরশীল করার কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতির চিত্র জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে।

তিনি বলেন, বিএনপি বিশৃঙ্খলা চায় না। শান্তিপূর্ণভাবে জনগণের সমস্যার সমাধান চায়। কিন্তু সরকার তা উপলব্ধি করছে না। নিরপেক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি তারা বাতিল করে দিয়েছে। সংসদকে অকার্যকর করেছে। বিচার বিভাগ ও প্রশাসনের দলীয়করণ করে দেশে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের নামে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করছে। প্রশাসন থেকে শুরু করে সকল প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার ও ভোটের অধিকারকে কেড়ে নিয়েছে।

[illegible] প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে তিনি বলেন, [illegible] সময়ে রাজনীতি করতে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের সমসাময়িক বিষয়সহ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, অতীতে আমাদেরও অনেক ভুলত্রুটি ছিলো। ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী দিনের রাজনীতি করতে হবে। মনে রাখতে হবে বিএনপি জনগণের দল। আমরা কখনই বিচ্ছিন্ন হইনি-হবো না।

মির্জা ফখরুল জানান, ২০১১ সালের অক্টোবরে দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এই রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করার পর এ পর্যন্ত সারাদেশের ৫০টি জেলার নেতারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

নয়াপল্টনের হোটেল ভিক্টোরিতে বিএনপির রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আয়োজিত দিনব্যাপী এই কর্মশালায় ২৮টি জেলা কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকসহ ৭৭ জন নেতা অংশ নেন। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন, দলের স্থায়ী কমিটির সিনিয়র সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নজরুল ইসলাম খান, ভাইস চেয়ারম্যান সেলিমা রহমান, চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা শামসুজ্জামান দুদু ও যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। প্রশিক্ষণ শেষে বিকালে অংশগ্রহণকারীদের একটি মূল্যায়ন পরীক্ষায় অংশ নেয়া হয়। দলের প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক কাজী আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দলের প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক কবীর মুরাদ।

মহানগর কারামুক্ত নেতাদের নিয়ে জিয়ার মাজার জিয়ারত

এদিকে বিকেল ৫টায় ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের কারামুক্ত নেতাদের নিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজার জিয়ারত করেন মির্জা ফখরুল। এ সময় তিনি বলেন, শুধু বুয়েট নয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমান সরকারের দলীয়করণের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বুয়েট একটি নিয়মনীতির মধ্যে চললেও সরকারের নানা হস্তক্ষেপ এবং দলীয়করণের ফলে আজ এ অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার দায় সরকারকেই নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল। এ